উৎসর্গ :

সত্যেন্দ্রনাথ বসু,
সন্তোষকুমার দাস,
মন্মথনাথ বাইরী ও
হরিশচন্দ্র কুণ্ডু-কে।

প্রথম প্রকাশ : ৩০ অক্টোবর ১৯৫০

প্রকাশক : প্রশান্ত দাস
মহাপৃথিবী ০০০
১১, ঠাকুর দাস দত্ত প্রথম লেন. হাওড়া-১
মুদ্রক : সত্যপ্রসন্ন দত্ত
প্রাচী প্রেস
৩২, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট. কলিকাতা-৯
সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত
...
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ও অঙ্কন : মানব বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঁধাই : অশোকা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
৫০, পটলডাঙ্গা স্ট্রিট
কলিকাতা-৯

# সূচি


অসীমকুমার বসু ( জন্ম ২৫ অক্টোবর ১৯৪৪ কলকাতা ) রচনাকাল ১৯৭২-৭৪

ট্যুরিস্ট ৫ সার্থক জনম ৬ আত্মসমর্পণ ৭ সাতাশ বছরের স্বাধীনতা ৮
পিকনিক ৯ জীবনযাপন ১০ ভালবাসা ১১ এবং তাতার ১২ খাদ ১৩
দু'রকম পৃথিবী ১৪ কি বলেছিল অরুণা ১৪ নষ্টালজিয়া ১৫ অনুসরণ ১৫
সুবিমলের প্রতি কয়েক লাইন ১৬ কিছুই যখন মনে পড়ে না ১৭
রক্তের দাগ ১৭ তোমাকে ডাকার আগে ১৮ অসময় ১৯

জ্যোতির্ময় দাশ ( জন্ম ৪ অগস্ট ১৯৪০ কলকাতা ) রচনাকাল ১৯৭৩-৭৪

আমার বন্ধু এখন চারজন ২০ দূরে চলে যাই ২১
প্রেম ও পুণ্যের মাঝে কিছুক্ষণ ২১ একটি গোলাপের স্বপক্ষে
প্রণয় সম্পর্কিত ঘোষণা ২৩ পারিধা ২৪ বিকল্প ভূমিকায় ২৫
একটি দুলভ মাধবীলতা ২৬ উত্তরসূরীর জন্য কিছু ভাবনা ২৭
সাম্রাজ্যের স্বপ্ন সম্ভাবনা ২৮ তীক্ষ্ণ কাঁটার ঋজু মুখ ২৯
কলকাতা : বার্দ্ধক্যের বারনারী ৩০ দুটি গোপনীয় নকশা ৩১
দাঁড়িয়ে থাকুন নাটক শুরু হবে ৩২ স্বতোৎসারিত প্রার্থনা ৩৩ অকাল ৩৪
একটি লাল তারিখ ৩৪

অজিত বাইরি ( জন্ম ১৭ নভেম্বর ১৯৪৭ কনকপুর, হুগলী ) রচনাকাল ১৯৭২-৭৩

ঈশ্বর অথবা শয়তান ৩৫ ঈশ্বর নয়, নিজেকেই ৩৬ সম্পূর্ণ মানুষ ৩৬
শিক্ষার্থী ৩৭ রে কাঠুরিয়া ৩৭ দক্ষ কারিগরের অভাবে, হে প্রভু ৩৭
শ্রেষ্ঠ সম্মান ৩৮ ঋণ ৩৮ প্রথম আগুন তুই ৩৯
রজকের কাছে, চণ্ডালের কাছে ৩৯ উটের পেটের নীচে ক্লান্ত বেদুইন ৩৯
চাইবাসায় দীর্ঘ বিষাদ ৪০ কবিতাকে ৪০ প্রথম প্রতিবাদ ৪১
প্রতারণা অথবা প্রতিশোধ ৪১ লাল লাল ফুলের কুশন ৪১
শিকল আর সিন্দুক বানানোর শব্দ ৪২ ডলারের তপ্ত চুল্লিতে মুখ ৪৩
মুখের মধ্যে বিদ্যুতবাহী তার ৪৪ গ্রেভইয়ার্ডে বৃষ্টির বিকেল ৪৪
সভ্যতার জানলায় সাদা কঙ্কাল ৪৫ অব্যক্ত যন্ত্রণার অন্ধকার বারান্দায় ৪৬
পিকাশোর ছবি কলকাতা'র প্রচ্ছদে ৪৮ একরাত্রি উচ্ছন্নে যাবো ৪৯

শম্ভু বসিত ( জন্ম ১৬ অগস্ট ১৯৪৮ কদম তলা, হাওড়া ) রচনাকাল ১৯৭৪

তিনি ৫০ নির্গমন ৫১ প্রাসাদকুক্কুট ৫২ বৌদ্ধায়নের স্বপ্নরাজ্যে ৫২
মড়িঘর ৫৩ মন্দ্রস্বর ৫৪ চিত্রকর ৫৫ চিন্তন ৫৭ সোনার দাসী ৫৮
আমার নিখর্ব ছায়ার থেকে বহুদূরে ৫৯ পৃষ্ঠপোষণ ৬০ নেরিস ৬১
বিবেকানন্দ ৬২ অদৃষ্ট ৬২ জিজীবিষা ৬৪ উপসংহার ৬৪

কবিতাকে এর রহস্যময়তার জন্য ভালবাসি। কবিতাকে চিরে চিরে আমি দেখাতে
চাই জীবনের হাসি আনন্দ ও বেদনার স্বরূপ।
কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষকে আমি জীবন ও স্বপ্নের কাছাকাছি এনে দেব।

## ট্যুরিস্ট

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে অজস্র ভীড়ের মধ্যে
কে এই মানুষ ?
দীর্ঘ চুল মুখের রেখায় পথ ভ্রমণের ক্লান্তি
উদাসীন দৃষ্টি নিয়ে সে পথের অপর প্রান্তে চেয়ে থাকে
তার দাড়িতে আরব সমুদ্রের হাওয়া খেলা করে
বিরাট ব্যস্ত এই শহরে
অসংখ্য বাড়ী ও মানুষের ভীড়ে সে কোথায় যাবে ?

পিঠে ঝোলা
হিপ্‌পকেটে ম্যারিজুয়ানার সঙ্গে মিশে আছে
অবশিষ্ট কিছু ভারতীয় মুদ্রা.
জামা প্যান্ট নোংরা হয়ে এসেছে অনেক
হাতের নক্সার দিকে সে আরও একবার তাকায়—
বেনারস, আগ্রা, দিল্লীসমেত
আরও অনেক ছোটানো শহর চোখে পড়ে।
'ইণ্ডিয়া ফ্যানটাসটিক' লুসি বলেছিল
তার পিঠের ঝোলাতে টান পড়ে
বিস্মরণের মতো ক্লান্তি আসে
একটা সস্তা হোটেলে ঢুকে সে চা ও পাঁউরুটি নিয়ে বসে
তার নিউজার্সির একটা ছোট এপার্টমেন্টের কথা মনে পড়ে,
ময়লা পর্দা
পর্দার ওপারে রোদ
মেঝেতে ছড়ানো বিয়ারের আলস্যময় বোতল
পিয়ানোর আওয়াজের মতো মৃদু ঘুম আসে
অনেক শহরসমেত অর্বাচীন নক্সাটা
চায়ের পেয়ালার সাথে কাঠের টেবিলে পড়ে থাকে।

কারও মন চোখের গভীরে ডুবে
হৃদয়ের ব্যথা ভুলে থাকে,
কেউ যায় বহুদূর নিরুদ্দেশে
প্রাত্যহিক কল্পনার মাঝে.
শহরের কাছাকাছি এই মাঠে
বেশ কিছ যুবক যুবতী
নিজেদের ব্যথা, প্রেম, হাসি নিয়ে থাকে।
শ্যামল সুনন্দার পাশে গাছের ছায়ায় এসে বসে
সুনন্দা মৃদু হাসে,
শ্যামল সুনন্দার হাতে হাত রাখে।
অপর্ণা সমীরকে ভালবাসে
সমীর গায়ত্রীকে,
গায়ত্রী হেমন্তের হাওয়ার মত উদাসীন
জ্যোৎস্নার দিকে চেয়ে থাকে।
আগামী সপ্তাহে অর্ণব বিদেশে চাকরীতে ফিরে যাবে
কুশল উত্তরপ্রদেশে সার কারখানায় ব্যস্ত ইঞ্জিনিয়ার
সুমিতার বিয়ে ঠিক.
আবছায়া চাঁদের আলোয় অপলক জ্যোৎস্না ঝরে পড়ে
এইসব যুবক যুবতী বহুক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে
হেমন্তের ধানক্ষেত জ্যোৎস্না-ভরা দৃশ্য মনে রাখে।

## জীবনযাপন

এইভাবে দিন চলে যায়
এইভাবে সকালের শিশির থেকে
ক্রমশঃ উঠে আসে রৌদ্রতপ্ত দিন,
দিগন্তসীমার কাছে অচেনা মানুষের কণ্ঠস্বর
কিছুটা অন্যমনস্ক করে মানুষের মন,
কল্পনায় যতদূর দেখা যায় তারও পরে
কোন এক অজানা শহর,

তার রাস্তাঘাট, ভোরবেলার জন্য মন কেমন করে,
ভেবে দেখি
পৃথিবীতে এখনও কত কিছু অচেনা অদেখা রয়ে গেছে।

সকালে দাড়ি কামাবার সময় মনে পড়ে
বড় দীর্ঘদিন বন্দনাকে চিঠি লেখা হয় নি,
বহুদিন ভুলে আছি গান,
কেবল স্নানের সময় মাঝে মাঝে
প্রিয় কবিতার নাম মনে পড়ে
তখন অবাক হয়ে ভাবি
কত মগ্ন এই বিস্মরণ
কত ব্যাপ্ত অলীক সময়।

এইভাবে দিন যায়
এইভাবে ব্যস্ততা, ঠাণ্ডা পানীয়ের তৃষ্ণা, জীবনযাপন,
তবুও মাঝে মাঝে
ঝিলের জলে অলৌকিক প্রতিফলনের মতো
বিস্মৃত সন্ধ্যার কথা মনে পড়ে.
রেললাইনের ওপার থেকে মুহূর্তে উঠে আসে চাঁদ
তখন সুপর্ণা মৃদু ভাসে
চীনেবাদামের গন্ধ
হেমন্তের সন্ধ্যা ক্রমশঃ রহস্যময়তা থেকে
অস্পষ্ট কুয়াশার দিকে ফিরে যায়।

## ভালবাসা

তুমিই শিখিয়েছিলে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে ফুল
তুমিই শিখিয়েছিলে স্তনের অনেক নীচে
চুম্বনের স্পর্শকাতরতা,
গভীর নখের দাগে মুগ্ধ হয়ে দেখে নিতে
রক্তের উজ্জ্বল মহিমা—তুমিই শিখিয়েছিলে।

## দু'রকম পৃথিবী

মির্জা ইসমাইল রোডে
তিনচাকা গাড়ীর পিছনে ঝুলে থাকে
শীর্ণ কঙ্কালসার একটি ছেলে
পৃথিবীতে আসবার পর আটবছরের তীব্র অভিজ্ঞতা
তাকে শিখিয়েছে রোদ্দুরের উজ্জ্বলতা, তেজ।
জীর্ণ ময়লা প্যান্ট, ছেঁড়া বুশশার্ট
কাঁধে হিপ্পেরী চামড়ার ব্যাগ—
যাত্রীদের ভাড়া গুণে গুণে কিছুটা ক্লান্ত উদাসীন।
দুপুর বারোটায় ছুটন্ত গাড়ীতে যেতে যেতে
চোখে পড়ে সিনেমা পোস্টার, বাড়ী, স্কুলের মসৃণ বাস
ছেলেটি অবাক চোখে দ্যাখে
তারই বয়সী কিছু ছেলে এখনও পৃথিবীতে হাসে, গান গায়
ছেলেটি ক্ষিধের জ্বালায় চীৎকার করে যাত্রী ডাকে
শূয়োর, নর্দমাভরা, নোংরা বস্তীর কথা মনে পড়ে
চলন্ত গাড়ীতে যেতে যেতে
অবসন্ন ক্ষুদে নাগরিক
কিছুটা বিস্ময়সহ দু'রকম পৃথিবীর কথা ভাবে।

## কি বলেছিলে অরুণা

জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পর খেয়াল হয়
অন্যমনস্ক ছিলাম এতক্ষণ,
কাস্টম্‌স্ অফিসের সামনে দাঁড়িয়ে
তুমি কি বলেছিলে অরুণা ?
এত দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও শেষপর্যন্ত
তোমার জরুরী কথাটা শোনা হ'ল না,
অন্যমনস্কতার এই দুঃখ জীবনে কতবার আসে ?
এখন নীল জলরাশি
অন্যদেশে ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে জাহাজ,

## কিছুই যখন মনে পড়ে না

কিছুই যখন মনে পড়ে না
বোধের ঘর শূন্য। জীবন জুড়ে
কোনটা দামী পাপ অথবা পুণ্য,
নীরব মনের অলসতায় ভাবতে থাকি
আপন মনে—সবুজপাতা কখন আসে
রৌদ্রপ্রখর রুক্ষ বনে।
অন্ধকারে বাইরে দূরে যায় না দেখা
তোমার চিবুক। শিমুল তুলোয় হালকা ভাসে
সুখ মেশানো অনেক অসুখ।
তখন আমি পেরিয়ে যাই ছায়ায় ঘেরা
ঘুমন্ত গ্রাম। অনুভবের মধ্যে আসে
স্বপ্ন ছোঁয়ার গভীর আরাম।
হয়তো তখন বিস্মরণের ঘূর্ণি ছিল
চৈত্র মাসে। শুকনো পাতা
যেমন করে আকাঙ্ক্ষিত সবুজ ঘাসে।
বৃষ্টি নামার অনেক দেরী
এমন কোন শূন্যক্ষণে—প্রতিশ্রুতি
ভালবাসা অর্থবিহীন—রয় না মনে।

## রক্তের দাগ

জামার এক কোণে এক ফোঁটা রক্ত লেগেছিল,
শুধু সেই গৌরবের অপরাধে
জামাটা বাতিল হয়ে যায় মহার্ঘ জিনিসের তালিকায়
আলমারী খুলে জামাটার দিকে
তাকিয়ে থাকি অনেকক্ষণ
আমারই শরীরের রক্ত

তাজা লোহিত কণিকাগুলি উজ্জ্বল হয়ে আছে এখনও।
এই একবিন্দু রক্ত—তার জন্যেই
আর কোনদিন ব্যবহার করা যাবে না জামাটা।
রক্তের দাগটি ধুয়ে ফেলা চলে
কিন্তু ভাবতে পারি না সেকথা।
জীবনে একবারই
কিছুক্ষণের জন্যে মানুষ হয়ে উঠেছিলাম একটি সকৃতজ্ঞ চোখে,
এই একবিন্দু রক্তের দাগের দিকে চেয়ে
এখনও মাঝে মাঝে তাই
জীবনকে উজ্জ্বল রৌদ্রময় মনে হয়।

## তোমাকে ডাকার আগে

কলিং বেল-এ হাত রেখেও
চুপচাপ থেমে থাকি বহুক্ষণ
তোমাকে ডাকার আগে সংশয় জাগে
মনস্থির করতে পারি না
হৃৎস্পন্দনের মতো কম্পমান অজস্র সময় চলে যায়
গাছের শিখর থেকে পাতা ঝরে
প্রচণ্ড রোদ্দুরে চৈত্রের ধূলো ওড়ে হাওয়ায়
মনের গভীরে খুঁজে দেখি
রাগ নেই, অভিমান, দ্বিধা, হাত কাঁপে
তোমাকে ডাকার আগে—
এত দীর্ঘ এই পথ,
এই শহরে কোন গাছ নেই
নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়
জ্বরের মধ্যে তৃষ্ণা পাওয়ার মতো দুঃখ জমে
এই রুক্ষ শহরে তুমি কেন অরুণা? কেন? কেন?

চোখ জ্বালা করে ওঠে
তোমাকে ডাকার আগে হাত কাঁপে
কলিং বেল-এ হাত রেখেও
তাই মনস্থির করতে পারি না
হাওয়ায় ধূলো ওড়ে
বহু যুগ, অজস্র সময় চলে যায় ।

## অসময়

এই অসময়ে তুই কেন ডাকাডাকি করিস অরুণ ?
তুই তো জানিস এখন আমার পায়ে ব্যথা
চোখেও ভালো দেখতে পাই না ।
আমার দেয়ালঘেরা উঠোনে
এখন মুরগীরা চাল খুঁটে খায়,
আমার ঘরের ছাদ ফুটো হয়ে গেলে
চিন্তায় সারারাত ঘুম হয় না ঠিকমতো ।
ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে পাঠিয়ে
আমি থলি হাতে বাজারে ঘুরে আসি কিছুক্ষণ,
মাছের দাম শুনে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে ।
অরুণ, তুই তো জানিস,
এখন আমার পায়ে ব্যথা
চোখেও ভালো দেখতে পাই না ।
তবু তুই রোজ সকালে এসে কেন ডাকাডাকি করিস অরুণ ?
কেন আমাকে সবুজ অরণ্যের লোভ দেখাস ?
রূপোলী রোদ্দুরের ?
কেন বলিস—চল্, নিরুদ্দেশে চলে যাই কয়েকদিন ?
তুই তো জানিস অরুণ,
চলন্ত ট্রামে লাফিয়ে ওঠার বয়স
পেরিয়ে গেছি অনেকদিন আগে,
যৌবনকালের কথা মনে হলে
হৃদয়ের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে
এখনও অজস্র বেদনা ঝরে পড়ে ।

তোমাদের কারো কারো হাতে একটি গোলাপ
পবিত্র বরাভয় মুদ্রায় ফুটে উঠলে
উচ্চারণ করা সহজ হোত প্রেমের মন্ত্রগুলি
এবং একটি উদ্যানের প্রতিশ্রুতি ফুলের পেছনে আছে বলেই
মালঞ্চের মালাকারের দাবী জানানো যায় অকপটে।

ফুলের অন্য নাম—প্রেম, প্রার্থনা ও নির্ভয়।

## প্রণয় সম্পর্কিত ঘোষণা

### দূরের সকাল

সমস্ত বাল্যকালটা ধূসর ইতিহাসের মত
অস্পষ্ট প্রচ্ছদে মোড়া যেন কুয়াশার সকাল
সেই প্রজাপতির বর্ণালী-ডানায় দুরন্ত দুপুর
বাবুইয়ের বাসায় দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার বিকেল
এখন দূরপাল্লার ট্রেন
তার শেষ কামরার লাল আলোটা
ক্রমশই আমার কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছে
বিষণ্ণ বিন্দুর মত!

সমস্ত বঞ্চনা বেদনা ক্ষয়ক্ষতির নৈঋ'ত কোণে
কেবল তুমি শুভ্র সন্ধ্যাতারা স্মৃতির আকাশে
এই লজ্জিত অকিঞ্চিৎকর বেঁচে থাকায়
দীপ্ত আলোকবর্তিকা।

### শব্দের আড়ালে

সমস্ত চিত্ত মথিত করে কয়েকটি শব্দের বিন্দু
অনবরত জমতে জমতে হৃদয় পুষ্করিণী আজ
বিস্তৃত বিবেক মন অথবা প্রকীর্ণ চেতনা
রাজ-হংসের মত মানিনী গ্রীবায় ডুব দিলে
আসক্ত চঞ্চুতে তার নিরন্তর খেলা করে
সেই পরিচিত প্রিয় ধ্বনিগুলি।

কিছু ধ্বনিতরঙ্গের প্রিয় মাধ্যাকর্ষণে
ঐকান্তিক ভীরুতা ও নম্রতায় কৈশোর যৌবন
নদীর মতই প্রবাহিত হয়েছে একদা
আত্মসমর্পণের নিবিড় ব্যাকুলতায়
সহযোগী প্রতিধ্বনি সব এখন বিস্মৃত গানের মত
কখনো চকিতে ভেসে উঠে হাতের নাগালে
ফিরে যায় কাছে থেকে দূরের দিগন্তে।

আশ্চর্য! কোন তীব্রতা, কোন আকর্ষণ, কোন মমতায়
হৃদয় অশ্রুর মালা গাঁথেনা আজ আর
শুধু অস্পষ্ট শব্দের আড়ালে তোমার শালিনী চেহারা
প্রতিবিম্ব রেখে যায় অসীম বিষণ্ণতার!

## পারিধী

অবিহ

অলক্ষ্যে কে তুমি ব্যাধ দাঁড়িয়ে কালের তীরে
ভালবাসা পদ্মফুল ছিন্ন করো অব্যর্থ কৌশলে?

অন্তরা

এক একদিন বুকের ভেতরে বৃষ্টি ঝরে সারারাত
নিবিড় কুয়াশা ঢাকা স্মৃতির চূড়ায়
ব্যথা ও বেদনার গিরিখাত নিয়ে
জেগে থাকে বিষণ্ণ মন বিপন্ন হৃদয়ে;
খুব অস্পষ্ট কারা যেন প্রতিশ্রুতির রুমাল
হাওয়ায় উড়িয়ে ছিল চৈত্র মাসে
বুকের উষ্ণতাও প্রত্যাহৃত হয়েছিল কোন দিন অকারণে
নিরুচ্চার শীতল গ্রীবার বঙ্কিম রেখাতে
কিংবা স্বপ্নের নদীপথে প্রত্যাশার শাম্পানগুলো
ফিরে আসে গাঢ় শূন্যতায় রোজ সকালে।

বুকের মধ্যে মনের আকাশে এই সব মেঘ
কখনো কোন মেদুর বিকেলে জমতে জমতে
বার্ধক্যের বৃষ্টিতে ভেঙ্গে পড়ে যখন
প্রত্যুষের পৃথিবীকে মনে হয় প্রাচীন সমাধিক্ষেত্র
সময় ও বাল্যকাল যেখানে আর কখনো খেলা করবে না
হরিণশিশুর দুরন্ত আবেগে
দূর দিক্‌চক্রবালে উড়বে ক্রুদ্ধ শকুন।

## বিকল্প ভূমিকায়

উটের মত উঁচু গলায় ঘ্রাণ নিলে জানা যেত
মহাকাল এখন প্রবীণ বৃদ্ধের মত
বিশ্রাম নিচ্ছেন পার্কের বেঞ্চিতে বসে
তিনি খুবই বিব্রত, কারণ
তাঁর ছুটি মঞ্জুর হয়না কখনো।

চৌমাথায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক পুলিশের মতো
দৃশ্যত প্রতিটি চলমান বস্তুর গতিবিধি
তাঁকে লক্ষ্য করতে হয়
তিনি খুবই ক্লান্ত, কারণ
বিভ্রান্ত ও বেআইনি পথিকদের কোন নির্দেশ দেবার
অধিকার নেই তার!

এই নিষ্ক্রিয় সাক্ষীর ভূমিকায় কাজ করতে করতে
তিনি খুবই বিব্রত বিকল্পে বিরক্ত,
তিনি একা এবং অদ্বিতীয় বলে
মিছিলের ভূমিকায় কোন প্রতিবাদ জানাতে পারেন না।

তবু আমি সামলে গেছি দারুণ সময়ে
আমার সি-আর ফাইলে সংশ্লিষ্ট মিনিষ্টার
দেখুন কেমন অকুণ্ঠ উদার
মোরগের মুখ গীর্জার মাথায় যখন যেদিকে
আমি সেভাবেই মিছিল ও বন্‌ধের সঙ্গে
মেপে মেপে পা ফেলে কেমন দিব্যি নির্ভয়ে
স্ত্রীর আতুর বুকে হাত রেখে ঘুমিয়েছি
স্বর্গবাস সুনিশ্চিত জেনে।

ঈশ্বর কোনো দ্বিধা কোনো গ্লানি নেই আজ
তবু নির্বিঘ্ন বৈকুণ্ঠে উর্বশীরও সঙ্গসুখে স্পৃহা নেই কোন
আসন্নপ্রসবা স্ত্রী—পুত্র হলে মুক্তি নেই
জন্মসূত্রে সেও চরিত্রহীন হবে একবার
কবিতার সুনিশ্চিত প্রলোভনে!
আপনি সর্বশক্তিমান
অভিমন্যু-জায়া উত্তরার মত প্রভু, তাকে মৃতবৎসা বর দিন।

## সাম্রাজ্যের স্বপ্ন সম্ভাবনা

এক রাতের জন্য আমি সম্রাট হয়েছিলাম কাল
পরিষ্কার দেখতে পেলাম ঝাড়লণ্ঠনের আলোয়
দারুণ সাজানো সিংহাসন ও সভাসদ নিয়ে
বসে আছি দিব্যি আতরের গোলাপ ফুল হাতে।
চাটুকারেরা রসিকতায় প্রগলভ ছিল নিয়মমাফিক
নর্তকীরাও মনোরঞ্জনের জন্যে নৃত্য এবং দেহ
বেশ আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করছিল সুরা ও সঙ্গীতের সাথে :
আমার দাক্ষিণ্য ও করুণার আশায়
কিছু ঘাতক ও জনসাধারণ দাঁড়িয়েছিল একপাশে
একজন সার্থক সম্রাটের এই উপযুক্ত পরিবেশে
নিজেকে বেশ শক্তিশালী মনে হচ্ছিল আমার।

## দুটি গোপনীয় নকশা

কাঞ্চনজঙ্ঘা

সত্য ও সুন্দরের কিছু উঁচু-উঁচু উপত্যকায়
জীবন বল্গাশাসন অশ্বখুরের পায়ে পায়ে
এখানে সন্তর্পণে ঘুরে বেড়ায়
কেউ কেউ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার
হাতে গতির লাগাম
তবু কোথাও তীব্রতর কোনো বেগ থাকে না।

সামনে উজ্জ্বল চূড়ায় কিছু তুষার ও শুভ্রশালীনতা
অনবরত আইসক্যাপ মাথায়
শহুরে-উত্তেজনার জ্বর
ন্যূনতম তীরবিন্দুর সুস্থ সভ্যতাকে ফিরিয়ে দেয়।

ধর্ষিতা উর্বশী

থি-নান টোব্যাকোর ঐশ্বর্যে পাইপ সাজিয়ে
কলকাতা বসে আছে কাচের চেম্বারে
কপালে ও জামার আস্তিনে একজিকিউটিভ গাম্ভীর্যের রেখা
এবং তার চোয়ালে সংলাপ জুড়ে দিলে শোনা যাবে :
"এখন যে ঘরে বসে আছি
ব্যাস, কেউ প্রবেশ করতে পারবে না
তার সীমানার চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে
এমনকি ভালবাসাকেও গণ্ডির ওপারে
অপেক্ষা করতে হবে স্লিপ হাতে—
প্রীতি ও পুণ্যের দরখাস্ত না মঞ্জুর করে দেবো।"

ওধারে একশবছরের পুরোনো ল্যাম্পপোষ্টে
পানের দাগ মুছে বিড়ি ধরায় চল্লিশ লক্ষ মজুর
এবং ছজন মজুতদার নিশ্চিন্ত আরামে।

## দাঁড়িয়ে থাকুন নাটক শুরু হবে

সূত্রধার এসে বিনীতকণ্ঠে কিছু ঘোষণার পর
পর্দা কেঁপে ওঠে দুবার, এখনই নাটক শুরু হবার কথা
কিন্তু সতর্কতার শেষ ঘন্টা বাজবার বেশ কিছুক্ষণ পরেও
স্থবির বৃদ্ধের মত অবনত যবনিকা স্থির অচঞ্চল ছিল।
শেষে এক সময় প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভে যেতেই
কারা অশ্লীল হাততালি দিল, পাদপ্রদীপের সামনে
ভয় পেয়ে এক কপোত-দম্পতি মাথার ওপর কয়েকবার
উড়ে যেতেই সব কিছু বেশ রহস্যময় মনে হতে থাকে।

হুইসেলের তীব্র শব্দে এই সময় শোনা গেল, "আজকের নাটক
'আমি ও আমরা সকলে' এখনই সুরু হতে পারে
শুধু অনুরোধ সকলে উঠে দাঁড়ান সমবেতভাবে।"
মঞ্চের পর্দা সরে যায় দুপাশে আমরা উঠে দাঁড়াতেই
খুবই ব্যস্ততার সঙ্গে দেখা যায় কুশীলবেরা
মুখস্থ বলে যাচ্ছে যে-যার পাঠ, কোথাও সংলগ্নতা নেই কোন
নায়ক নায়িকা যারা অভিনয়ে নির্ধারিত ছিল
অনেকেই তারা অনুপস্থিত আজ, প্রম্পটার ও নাট্যকারকে
উইংসের একপাশে যথেষ্ট উত্তেজিত মনে হলেও
পরিচালককে পাওয়া গেল না খুঁজে কোথাও।

পরিচালকহীন কোন নাটকের নির্বাক দর্শক আমরা
এ কথাটা ভাবতেই কেন জানিনা ঘামতে থাকি অকারণে
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দৃশ্যত তখন আমরা বেশ ক্লান্ত
বসা উচিত কিনা এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ দেখি
কোনো অদৃশ্যশক্তির চাপে বদলে গেলাম দর্শক থেকে নেপথ্য চরিত্রে ;
প্রথমেই দেখি মঞ্চের একপাশে আমার পাড়ার রাস্তা
আমাদের বিবর্ণ বাড়ীর দেওয়াল, বারান্দায় আমার ভাই
দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মুগ্ধ বিস্ময়ে
প্রদোষের আলোয় আকাশ সেসময় বেশ বিষণ্ণ মনে হল।

## অজিত বাইরী

আমি সেই কবি যে সামুদ্রিক জীবদের মত গর্ত খুঁড়ে পৃথিবীর ভেতর ঢুকে যেতে
চায় ; সমস্ত কিছুই নিজে ছুঁয়ে পরে বেঁচে থেকে দেখে যাচাই করে নিতে চায়।
প্রার্থনার বেদীর ওপর আমার স্থান। আমার কণ্ঠরোধ করা কখনো যাবে না।

### ঈশ্বর অথবা শয়তান

শয়তানের সামিল হও অথবা ঈশ্বরের সমকক্ষ—যে কোন একজন :
মধ্যপন্থী জীবন বুকের চৌকিতে বসে হিসাব কষে সুদ ও আসল,
ভাগচাষীর মতন কর্ষিত সময়ের ফসল
জমা রেখে যাও কোন মহাজনের গোলায় ?
আট হাতি লম্বা কাপড় আলনায় ঝুলতে দেখে
কখনো কি ইচ্ছে করে পাকিয়ে নিতে ফাঁসির রজ্জু ?
কিংবা কুঠার হাতে জ্বালানী কাঠের সন্ধানে ফের যখন বনবাদাড়ে
শুকনো গাছের ডালে আঘাত হানতে, চকিতে
ঝলসে ওঠে আকণ্ঠ আদিম তৃষ্ণা ?
অথবা জ্যোৎস্নার কাদায় হাঁটু ভেঙে করতলে তুলে নাও কলঙ্কিত মুখ,
স্বেচ্ছাচারিণী ভ্রষ্টা চাঁদকে পেতে দাও বুকের চাতাল ?
প্রত্যহ এই অবক্ষয়, এই প্রতারণা—
অস্তিত্বের অথর্ব দেওয়াল ধসিয়ে ঢুকে পড়ে ডাকাত-অন্ধকার—
চতুর সিঁধকাঠি সন্তর্পণে লুঠ করে হৃদয়-দেরাজের একগোছা উজ্জ্বল চাবি :
বয়সকে পাহারা দিতে আবার্ধক্য, কেন জ্বালিয়ে রাখো
শুকনো সলতে
হলুদ লণ্ঠন ?
বরং লোমকূপে লোমকূপে শিস দিয়ে উঠুক সজারু-কণ্টক-লোম
কিংবা মসৃণ পালক স্বর্গীয় পাখির স্বাধীন দুই পক্ষ ;
শয়তানের সামিল হও অথবা ঈশ্বরের সমকক্ষ—
একক ভূমিকায় যে কোন একজন।

## শিক্ষার্থী

ঐ বৃক্ষ জানে আকাশ ও মাটির মহিমা :
আমি তো আকাশ মাটির মাঝামাঝি
ত্রিশঙ্কু ভেসে আছি, না আকাশ, না মাটি
আমাকে কেউই সম্যক্ স্পর্শ করে নেই।
আমি প্রার্থনায় নতজানু, জানিয়েছি হে হৃদয়
আমাকে নিয়ে চলো ঐ বৃক্ষ সমীপে
আমি সশ্রদ্ধায় প্রণতঃ, একাত্ম শিক্ষার্থী হবো—
শিখে নেবো ফুল ফোটানোর সমূহ প্রেম ;
শিকড়ে শিকড়ে সংগ্রাম, কঠিন প্রত্যয়ে দৃঢ়
আকাশে দু'হাত তুলে, মাটিতে দু'পায়ে দাঁড়াবো।

## রে কাঠুরিয়া

রে কাঠুরিয়া, ছেঁটে ফ্যাল আমার এই সমস্ত ডালপালা
আমার আমিত্বকে ছাড়িয়ে বেড়ে উঠবো বলে আমি
চাদ্দিকে যত্নে বিছিয়েছি ঘনিষ্ঠ ছায়া ; আর আজ ঐ
ছায়ার কবলে আবদ্ধ আমি :
দুর্ভেদ্য দুর্গ বানিয়ে আমার সত্তাকে ক্রমাগত করেছি আড়াল :
মঞ্জরীর মুখে নষ্ট কীট বসে শুষে নিচ্ছে সমূহ নির্যাস :
আর আমি শিকড়ে শিকড়ে যন্ত্রণায়,
সময়ের সীমানা ডিঙিয়ে বেরিয়ে আসতে বন্দী শিকড়ের
মায়ায় ; আয় তবে রে কাঠুরিয়া,
কুঠারে ছেদন ক'র যত ডালপালা, ফুল পাতা ; সরিয়ে নে
আমার সর্বত্র ছড়ানো এই ছায়া।

## দক্ষ কারিগরের অভাবে, হে প্রভু

দক্ষ কারিগরের অভাবে, হে প্রভু আমার, নষ্ট হয়ে যাই—
স্বপ্ন আমার ভেঙেচুরে, ভেঙেচুরে বুকের নিচে শক্ত ক্ষত ;

## প্রথম আগুন তুই

প্রথম আগুন তুই, তোকে আমি ভালবেসেছি ;
তাই কি দ্বিতীয় আগুনে তুই পোড়ালি আমার ঘর !
আমার বাস্তুভিটায় চরালি সাতলক্ষ ঘুঘু ;
যেহেতু বুকের বন্দী খাঁচায় রেখেছি তোর মুখ ?
আর যেহেতু আমার ভালবাসায় রাখিনি ভাগীদার ;
তাই কি হানলি তুই অব্যর্থ অমোঘ আঘাত ?
নোনা ঘামে রক্তে স্বেদে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো আমার আত্মা ;
আর তোর ওষ্ঠে ঝলসে উঠলো ক্ষুরধার
তীক্ষ্ণ বিদ্যুত !

## রজকের কাছে, চণ্ডালের কাছে

রজকের হাত এসে তুলে নিয়ে যায় আমার মলিন বস্ত্র ;
আমার মালিন্য—ঘর্মাক্ত দিনের ক্লেদ, ক্লান্তির ঘাম লবণ
ধুয়ে মুছে সাফ ক'রে মুক্ত করে আমাকে ; আমার বহির্বাবরণ
পাটাতনে আছড়ে পরিষ্কার ক'রে দৈনন্দিন দারিদ্র্য-মুক্ত
আমাকে ক'রে তোলে পৃথিবীর উপযুক্ত, পরিচ্ছন্ন পোশাকে শুদ্ধ

অথচ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়রোগে পচে ওঠে আত্মার মাংস ;
অতঃপর আমি, হে রজক, সর্বাঙ্গে জীবাণুর সংক্রামক ব্যাধি
বয়ে বয়ে আর কতো ঋণগ্রস্ত হবো ? এবার দাও অন্তিম বস্ত্র
চণ্ডালের কাছে ভিক্ষা চেয়ে নেবো জ্বলন্ত কাষ্ঠ একখণ্ড ;
অতঃপর তীব্র অনলে নগ্ন
দগ্ধ হয়ে দাহ করে যাবো জন্মলব্ধ প্রাকৃত পোশাক !

## উটের পেটের নিচে ক্লান্ত বেদুইন

উটের পেটের নিচে কতটুকু ছায়া পড়ে বেদুইন ?
ফণিমনসার ঝোপেঝাড়ে ফেলে আসা কণ্টকিত পথ

কালো রাত্রির গর্ভে জন্ম নিচ্ছে একটি বীজ—সুপ্ত মহীরুহ ;
ডালপালা বাড়িয়ে, শিকড় ছড়িয়ে প্রাসাদোপম অট্টালিকায় ধরাবে ফাটল।
লাল লাল ফুলের কুশনে শুয়ে আছো ;
বিপ্লবের ডাকে তুমি না এলেও, তোমার কাছে আসবে বিদ্রোহ ;
পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তলব করবে তোমাকে, তোমার কৈফিয়ৎ।

## শিকল আর সিন্দুক ঝানানোর শব্দ

ডিসেম্বরের হিম ফুটপাথে শুয়ে হাই তোলে নবীন ঈশ্বর—
রাত্রি ১ টার কোলকাতা কোন ঘরে ঘুমায়
নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত ঘুম ; কিংবা ককটেল পার্টিতে নেশায় বুঁদ
কাঁটা চামচে ছেঁড়ে ডিস্কভর্তি পর্ক ;
স্পিডোমিটারে ১০০ মাইল, ব্রা ঢিলেঢালা সমাজপতির
পত্নীকে খুলে দ্যায় পিছন গেটের লক,
হোটেল থেকে লিফ্‌ট দ্যায় মাতাল অ্যাম্বেসেডার।

আর নবীন ঈশ্বর
খান ইটের উপর মাথা রেখে কনকনে শীতে নাকি ক্ষুধায়
কুঁজো হয়ে আছো ? কুঁকড়ানো শরীরে ডিসেম্বর রাত্রি
খোলা ব্লেড চালায়
রক্তপাতহীন ?

মেল ট্রেন শিস দিতে দিতে লম্পটের মতন
ঢুকে পড়ে গুদাম সেডের ভিতর। বোঝাই পেটের লকার
কেটে খালাস হয় পাঞ্জাবের গম ;
লবণাক্ত ঠোঁটে, নবীন ঈশ্বর
শুকনো জিভ বুলিয়ে, বুকের 'পরে টেনে নাও কুয়াশার পশম।

এরোড্রমে ডানা মুড়ে নেমে আসে পথশ্রান্ত প্লেন—
'পাখি পাখি'—বলে অনভিজ্ঞ কিশোর তুমি,

## সভ্যতার জানলায় সাদা কঙ্কাল

ঠিক এভাবেই মৃত্যু আসে, ঘুরে যায় হাস্কিন মোসনের চাকা
গমের সুপুষ্ট দানার মতো গুঁড়ো হয়, ধূলো হয় বাসনার বীজ ;
অসহ্য রমণীরা হাসে, তাদের তলপেট থেকে উঠে আসে ধ্বনির বিদ্যুৎ
শিয়রে বেঁকে যায় বৃদ্ধ পিতার আশীর্বাদক আঙুল ; আর মার অশ্রুর
ভিতর ডুবে যায় আমার অথৈ শিশু-মুখ।

ঝকঝকে দু'সারি নিয়নবাতির অন্ধকারে হেঁটে যাই। গলি থেকে
অপাঙ্গ ইঙ্গিত হানে বেশ্যা মেয়েরা ;
হু-হু করে প্রতি দণ্ডে পলে বেড়ে যায় আমার বয়স ; আর একজোড়া
চোখ চলে যায় ঐ উরু জোড়ের গভীরতর গোপন প্রদেশে ;
আমি দ্রুত দৃষ্টি বদল করি, বিপরীত ফুটপাথে
সো-কেসে সাজানো সুন্দর
চোখ বোলাই মনীষীদের গ্রন্থের উজ্জ্বল প্রচ্ছদে ;
আমার সুন্দর হওয়া উচিত। অথচ নরকের আবর্জনায় নগ্ন,
নির্বিকার হেঁটে যেতে হয়, হেঁটে যেতে হবে ; কণ্ঠনালী ঠেলে-ওঠা বমি
বুকের মধ্যে চেপে নিতে হবে প্লাস্টিক ফুলের ঘ্রাণ।

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে কামড়ে ধরি নিজেরই ঘাড়ের মাংস ;
মাংসের দোকান থেকে হায়না যেমন লুঠ করে হাড়ের খণ্ড
আমি চিবিয়ে ফেলি আমার মেরুদণ্ড, আমার গড়িয়ে পড়া রক্ত
চক্‌চক্ শব্দে জিভ দিয়ে চেটে নিই ;
সিকি শতাব্দীর জীবন কয়লা খনির শ্রমিকের মতন বিশক্ষুব্ধ দূরত্বে
আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে,
আমি বত্রিশ ইঞ্চি পাঁজরের নিচে খুঁজে বেড়াই
তার ধারাল গাঁইতির সুখ ;
যা আমার মুখগহ্বর থেকে পায়ু পর্যন্ত নেমে গ্যাছে।
আমি আমার কবিতার দু'চোখ থেকে চুষে নিতে চাই হলুদ পিচুটি

মুখের গ্যাজলা ফেনা, আর সর্বাঙ্গভর্তি বদরক্ত বীর্য পুঁজ ;
অথচ আমাকে তর্জনী উঁচিয়ে শাসায় লাল লাল ট্রাফিক আলো,
ফাঁসির রজ্জুর মতো ঝুলে থাকে বিদূষকের মুখ···

এক ছটাক জমি পেলে আমি পুঁতে রাখবো আমার আত্মা :
অতঃপর উঠে বসবো সেই কবরভূমির উপর ; পাঁচটা আঙুল
কার্বন পেনসিলের মতো কামড়ে ধরবে ওই মদের বোতল,
আমি মাতাল হবো ;
রমণীর ওষ্ঠাধর বেয়ে গড়িয়ে নামবে যে গরল ও অমৃত
আমি নেবো তার দু'রকম স্বাদ ; আমার তৃতীয় বাহু ব্যারোমিটার
ডুবে যাবে ওই হ্রদের মধ্যে—বীভৎস সুন্দর।

আমি অঙ্কশায়ী রমণীর সর্বাঙ্গে এঁকে দেবো ভালবাসার অপরূপ সর্বনাশ
আমার মুখের কাছে
ঝুঁকে এলে মা-র মুখ, দোলনা দোলানোর গভীর স্বপ্ন
নখের আঁচড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে চিৎকার করে হেঁকে উঠবো—মা
আমি নষ্ট হয়ে গেছি, নষ্ট চরিত্র ;
বৃদ্ধ পিতার পায়ের কাছে পড়ে থাকবো বেহেড লম্পট মাতাল—
আমার কঙ্কালটাকে কবর থেকে তুলে এনে দিতে পার, দাও ;
যে কোন শাস্তি দাও ; আমি একটুও আর্তনাদ করবো না।
কিন্তু সারাক্ষণ
সভ্যতার জানলায় সাদা হাড়গুলোকে ঠঙঠাঙ বাজিয়ে যাবো···

## অব্যক্ত যন্ত্রণার অন্ধকার বারান্দায়

ওই টকটকে সিঁদুর, সিঁথির আগুন, ওই পবিত্রতা
আমাকে পাপী করে ছায় ;
আমার সর্বাঙ্গে ছোবল হানে লকলকে সর্পিল আগুন :
দেবশিশুর মতন তোমার কোলে যখন নবজাতকের উৎসব

অতঃপর একে একে
নাভি স্তন জঙ্ঘায় যোনিতে
মুখ ঘষে ঘষে মুছে ফেলব অবসাদ আর ক্লান্তির দু
যাবে নাকি ঈশ্বর আমার সঙ্গে, একঋতু
নিষিদ্ধ পল্লী এলাকায় নিশাচর নায়ক ?

আত্মপ্রবঞ্চনার অসুখে এ-কী কুঁকড়ে উঠছে শরীর ?
অথচ নরকের বাইরে কখনো তো দেখিনি তোমাকে. নরকের ভাওয়ায়
পোশাক বদলে ফিরে এসেছো বারবার :
পিকাশোর ছবি হয়ে নগ্ন নারীর যোনিতে তুমি,
তোমাকে দেখেছি
নামিয়ে রেখেছো নমস্কার ।

( কলকাতা ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা )

## একরাত্রি উচ্ছন্নে যাবো

একভাঁড় খেঁজুরের মদে উৎসব হবে আমাদের। উৎসব হবে।
বিশাল চাঁদের মুখোমুখি ব'সে আমরা ক'জন
আকণ্ঠ মদ্যপানে মাতাল হবো। টালমাটাল পায়ে খেলবে পেশীর মাংস।
সুঠাম উরু। দু'হাত মজবুত। কঠিন কব্জি।
নীল শিরার জৌলুস। তালুতে তীক্ষ্ণ-রেখা বিদ্যুৎ।
দু'চোখে চমকাবে চকমকি। নাচবে বুকের লোম।
বেতের মতন সপাং সপাং দুলবে দীঘল শরীর।
উদম মাঠের বুকে ন্যাংটো, শুয়ে থাকবো আমরা ক'জন—
আমাদের দুঃখহীন দুঃখ, সুখহীন সুখ, অদ্ভুত রোমাঞ্চ।
ছন্নছাড়া উদ্ভট আমাদের কামনা-বাসনা-স্বপ্ন।
স্নায়ু-ছেঁড়া উত্তেজনা, শিকল-ছেঁড়া বিশৃঙ্খল।
নিয়ম-ভাঙা অনিয়মের মুক্ত মানুষ ক'জন
একভাঁড় খেঁজুরের মদে একরাত্রি উচ্ছন্নে যাবো।

## প্রাসাদকুক্কুট

আমার প্রাসাদকুক্কুট, তোমাকে ঠেলে ঠেলে আমি অগ্রসর হচ্ছি—কেননা
তোমার দূর জানু, ক্ষেতসমৃদ্ধ গ্রাম আমি রক্ষা করব
তোমার কণ্ঠ যতই সুমিষ্ট শোনাক
আমার চারপাশের অস্থায়ী জলবায়ু তোমার বাহুর গন্ধ ছড়াচ্ছে
ভর্গ। তোমার সঙ্গে গান গায়, তার বিষয়েও তোমাকে আমার বলার তেমন নেই
তোমার অনৈসর্গিক কথায় হারিয়ে যায় স্ফটিক বিষাদ
প্রাসাদকুক্কুট, কয়েক মুহূর্ত তোমাকে দেখি সঙ্গী দিয়ে। অবিরত
তোমার জঠরাগ্নির দিকে যাত্রা। তুমি কোন্ দিকে—
আমি নিজেকে সমান্তরাল করতে শিখি তোমার তুলতুল চক্ষুর ন্যায়

সমস্ত দিন এবং রাত্রি, ময়ূর, তোতাপাখী এবং মিষ্টকণ্ঠ কাকাতুয়াগুলো
যাদের মুখগুলো রূপসী মেয়েদের মত সুন্দর—এই সমস্ত
এবং অন্যান্য অজস্র উজ্জ্বল পাখীরা
তোমার বন্দনায় সুমিষ্ট স্বরে গান গাইছে
প্রাসাদকুক্কুট. দেখি তুরীয় ছায়া শৌখিন, চলে যায় শাশ্বতবৃক্ষশ্রেণী : দূর পথ—
তুমি প্রহর গুণে ঘিরে রাখো এই বিবর্তনের পাখা এবং শব্দরাশি
হংস সারস, দেওনকও তোমার অনুগত, ধর্মচ্যুত
আমাকে শেখাও বায়ুশ্বাসের ঘনিষ্ঠ ছবি, তুমি ঋজু, বিস্ময়ে সুমন্ত্ররথ

## বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যে

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যের কোথাও আনাড়ী অন্ধকারেরা আসেনি
যজ্ঞক্রিয়ার সতর্ক কাহিনী থেকে অসুরেরা বিকৃত

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যে বাক্‌দেবী তাদের উৎসের খোঁজ করছে। যারা
মেঘপুঞ্জের মত ঘুরন্ত অবস্থায় রয়েছে

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যে অদিতির অক্ষমালা. যার সংঘর্ষের অনেক কাহিনী
একত্রে গ্রথিত. দেহের অর্ধাংশ সুবর্ণময়, উচ্ছ্রিত

বৌধায়নের মানুষমেধ যজ্ঞের অঙ্গনে নিসর্গজাতীয় ক্ষয়হীন মত্ত-প্রমত্ত পুরুষেরা
আছে এবং ছায়াপত্রে তারামণ্ডলের অনেক অগ্নি অবস্থিত, ষোড়শ শ্রুত

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যের ব্রহ্মা ঋষিদের অস্তিত্ব কোনদিন বিলুপ্ত হবে না
কেননা তাদের অরণ্যবাসে বহুসন্ধানী বাহনেরা একত্রিত। বস্তুতঃ তারা
যেন মরুবাসী পুষ্করণা দেশের অধিপতির লক্ষ আলো বালাম-নৌকা
যারা জগদ্গৌরীর জন্য কাঁদে বা নির্জনে ভাসায় বিষণ্ণ-গান।

বৌধায়নের স্বপ্নরাজ্যের বৈশম্পায়ন একদিনও রাত্রিব অন্ধকারে ঘেসোজমির
ওপব নিশ্বাস টিপে অলৌকিক রূপলাবণ্যসম্পন্না ললনাকে দেখে ধৈর্যাবলম্বন
করে থাকে নি।

## মড়িঘর

তিনি নিজের তৈরী কৃত্রিম বিষাদের ওপর এলেন, দেখলেন
এই শীতল উদ্যমের দেশ, তার যা কিছু ধ্রুব দান সঙ্গে যুক্ত হল।

প্রেক্ষক এক সুন্দর বিশ্লেষণ চালিয়ে পুনবার আলোর চারধারে ভেসে চলল
এই বিশেষ দেয়ালে ঝোলান অস্বস্তিময় কঙ্কালেরা যন্ত্রের স্তূপ, বসুন্ধরার শৈবাল

চারিদিকে তড়িৎক্ষেত্র : যৌক্তিক দেহ যাত্রা শেষ করে
আসবে। সলজ্জভাবে সে নানাজনকে বাধা দেবে : মায়াময় তার সৃষ্টির শক্তির
একটিকে গতিশীল সেই সন্ধান কায়াটির সঙ্গে বাঁধল

আমি শৌখিন, বরতরফ। আমার চারধার অতিপ্রোন্নত
পাবক সন্ধান করে কারুকার্য কর।
বিশেষ রঙীন শান্ত পা—যা প্রাকৃত কীর্তির তলায়
প্রায়ই নিঃস্বপ্ন করে দেখায় গন্ধ, অনেক শোয়ান শরীর আকণ্ঠ উন্মুখ
পরিবর্তন অভ্যর্থনা সৃষ্টি করে আকাশরশ্মির মতো
তার দৃষ্টিতে এমন সমস্ত চিত্র
ঊর্ধ্বাকাশের বায়ুমণ্ডলের ওপর তার পতি কেঁপে উঠেছেন

চীৎকার করলেন আমাদের নাদুসনুদুস নুড়িগুলোদের মাঠে
এবং যখন মৃগচর্মের তৈরী পোষাক পরলেন
তখন সমতলভূমির মাঝখানে ঝুঁকে পড়ে আছে সুঠাম তৃণভূমি
সৌন্দর্যের বাসিন্দারা গুলি চালাচ্ছে, অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে
অনেক বুড়োমহিষ এবং দিনের হলকায় যাদের চামড়ার রং তৃষ্ণার্ত উদ্বিগ্ন হত
তাদের হাতে অন্তহীন উচ্ছ্বাস হয়ে উঠছে ঈগলের পালক
বীণাধ্বনি গৃহীত হচ্ছে
ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেশান্তর যাত্রীরা, কিছু হাওয়া জেগে উঠছে
চিত্রকর নিরাশভাবে দৃশ্যের ভেতর উবু হয়ে বসলেন।
আমি একটি রোদে পোড়া সমতলভূমি অতিক্রম করে চিত্রকরের স্মৃতি
জাগিয়ে তুললাম। কিন্তু হঠাৎ সূর্যাস্ত বেলায় সারাটা গ্রাম ভেঙে পড়ল
বীরযোদ্ধার সাজে চিত্রকরকে দেখতে
বনদেবী তার অ্যাপোলোকে ঘিরে ফেলল শুয়োরের ঠোঁট পরে
চেঁচিয়ে কে বলল : ওহে যুবক আর বালকবৃন্দ, গালে সিঁদুর মাখানো
যুবতীরা, এসো, বনদেবীর প্রতি ঔদাসীন্যের ভাব দেখাই
পায়ে পায়ে এসে চিত্রকর দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটালেন
অনেক ভারসাম্য দেখালেন তার কণ্ঠস্বরে।
সীমান্ত ছেড়ে শীতের ঝড়ে উড়িয়ে আনা হালকা পাখিদের মতো। আমাদের
সাদা তাঁবু দেখেন যিনি : লাল সূর্য তাকে বালুর প্রাচীর দিল
কেউ বা তার জন্যে একটা ভোজ দাবি করলো
যেমন ধর্মীয় অনুভূতির জন্যে দেশান্তরযাত্রীরা তাদের দুটি পা ক্রমাগত
দুলিয়েই চলেছে
এদেরই মাঝখানে তীরভরা তৃণ
আর লম্বা ঠোঁটওয়ালা জলার পাখিগুলোর চীৎকার চিত্রকরের মাথার ওপর
দিয়ে উড়ে যেতে লাগল
জন্তুরা চিত্রকরকে বলল : আমাদের সাহায্য কর, তোমার কাছে আমরা
কটন-উড দাবি করি
গিরিপথের কিনারায় আহত ও উবুড় হয়ে তারা মাটির নীচে পড়ে রইল,
পরে ডান ধারে বসল

তার শরীরে আমার বেদনা মাখান গন্ধ

1

আমি ও সোনার দাসী আমরা দুজনে এখনও স্পষ্ট, স্ফীত
আহরিৎ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে যাই প্রায়ই নীচে।

## আমার নিখর্ব ছায়ার থেকে বহুদূরে

আমি গ্রানাইট নাড়ী বেয়ে পেয়েছি চক্রাকার দেহের স্বতন্ত্র গর্ত
আমি দেখেছি মহাকাশের অধীন হওয়া বিষণ্ণ আকাশ
আমি হেসেছি মধ্যবর্তী ভাষায় নিরুদ্দেশ প্রাসাদের সঙ্গে
আমার নিষ্প্রাণ, অবশ দেহ তরল হয়ে রয়েছে
আমি বলেছি সব-কিছু ভুলে পরিবর্তনের নিক্কণ নিয়ে দুঃখকে একেবারে অন্ধ
হয়ে যেতে এবং যুদ্ধ করেছি অনেক সমাজবিজ্ঞানীদের সঙ্গে
যাঁরা একদিন সৈন্য, পানীয় সরবরাহ করেছিল
এখন যারা বিভুর মন্দিরের অবতরণ খাদের ভিতর এসে প্রশ্ন তুলছে
আমি যাচ্ছি বৈদ্যুত মস্তিষ্ককে তরঙ্গের বাঁতাসে ভাগ করে নিতে
যেন চুনপাথরের ওপর বড় ভবিষ্যৎ আমি প্রকৃত আঁকড়ে ধরেছি
আমি দেখেছি নাইয়াদের শহরে প্রকৃতিকে চলাফেরা করতে
বহুদিন শান্তির বড় পৃষ্ঠদেশে প্রকৃতি সাদা পাথর হয়েছিল
অস্তিত্বের ফলে শ্বেতকণিকা পতঙ্গের অসুস্থতা দেখাতে পারেনি।

আমার শ্বাসকার্য জেগে ঘুমোচ্ছে. রতিপতি আমার প্রকাশের মাধ্যম
আমি রূপসীদের কণ্ঠ নিয়ে বলছি : আমার মূলনীতি আত্মহত্যা, যা এখনো
করা হয়নি অর্থাৎ যারা আমার এগিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে চেয়েছিল
তটস্থ হয়ে তারাই সংক্রামক রেণু বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে মহামারি ঘটাতে চাই
বংশপরম্পরায় ঐশ্বরিক উচ্ছ্বাস তাদেরকে ঊর্ধ্ব করে রাখছে
সাংকেতিক বার্তা আমাকে বেঁধে দিচ্ছে সাম্প্রতিক শিল্পের হৃদয়ে
আমাদের ঈশ্বর অনর্থক মাটিতে জেঁকে বসছে
এবং আমাকে রাখছে তার স্থির দেহের মধ্যে

আমি এই আমার ভিতর এক বিশাল মহাদেশ নিয়ে আছি ‘
হৃদয়ভূমির মত বিস্মিত মহান' হচ্ছি আমি
বর্তমানে আমি নিরন্ন, ওত পেতে আছি
নীল রঙা পূর্ণতা আমার শব্দকে পরিবর্তিত করছে
বীভৎস দূরবীনে সৃষ্ট ক্ষীণ পীত হরিৎ রঙের বৃত্ত
আমার প্রসন্ন সংগীত কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে
আমি সংশয়গ্রস্ত, উল্কাণুর বর্ষণ নিয়ে বসে আছি
আমার ক্রসচিহ্নিত নিয়তি ক্রমশঃ চেহারা বদলাচ্ছে
আমার সংগ্রহশালা প্রতিভার সুস্বন
আমার দুজন স্বস্ত্রীয়া ভাসমান পাহাড়ের সুড়ঙ্গ কাটছে
গিরিগাত্র ভেদ করা আমার চোখ জলরাশির ছবিতে সারা দেওয়াল ভরাচ্ছে
আর ঠিক এই সময়েই আমার হৃদয় ইস্পাতের মত শক্ত
আমার বৃক্ষের মৃত শাখায় রক্তের উদ্‌ভেদ, আমার জিভের ভিতরে ফেণা
উঁচু উঁচু ঘূর্ণিবায়ু আমার এক-একটি বিভঙ্গকে কি বেশী বিস্তৃত করে ?
আমার প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে কে গা ঝাড়া দিয়ে বলে :
কে আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে !
আমার নিখর ছায়ার থেকে বহুদূরে কাদের অপসৃত অস্ত্র ?
আমার প্রেতগুলি এখনও শেখেনি কারা কি করে আমাদের প্রতিহনন করে !

## পৃষ্ঠপোষণ

তারা দেয় ইস্পাতের শিকল/সে ঢেউ খেলানো রাস্তা, অসংখ্য মানুষ
প্রাসাদ প্রাঙ্গণের ধুলো/এবং তিনি কি কেনেন ?/পুকুর-ফসলক্ষেত ?
সে নেয় বরফের কল/তার দয়ালু-ভ্রাতা নক্ষত্রসন্ধানী কারখানা/সর্দার ধানজমি
অসংখ্য মানুষ ভূতত্ত্বের নিরীক্ষণ ছেড়ে সুন্দর সেতু
সে কাকে সম্মানসূচক পোষাক, অশ্ব উপহার পাঠায় ? এবং ‘হুঁশিয়ার মস্ত’
নামে সেই মূর্তি/( যে মত্ত হাতীর চেয়েও দুর্ধর্ষ ) সে কি বোধ করে ?

চিহ্নিত হৃদয় জোর ঘণ্টাধ্বনি বইয়েছে। কঠিন মনোভঙ্গি নিয়ে ঘোষণার সৌন্দর্য
পাণ্ডুবর্ণ রমণীরা ধার্মিক-মন্ত্র উচ্চারণ করেছিল ; মহান রাজকীয় গণিকা
ধ্যান দিয়ে তাদের চেকেছিল। একটি সাদা মনোরম ছবি বেশ বর্ধমান
অন্তহীন প্রেম আমাকে ডাকে, মুখে এক হাত তুলে
আমার সেবাদাসীদের বিশ্রামঘরের মধ্যে জেগে স্বপ্নেরা পরামর্শ করেছিল
নির্বাসিত শোভা 'কেউ জানায়, কেউ জানায় না' গর্জন করেছিল
শহরতলির গ্রীষ্মসন্ধ্যার মধ্যে আমরা জোয়ারমাখান কৌতুক দেখেছিলাম
শিশিরের মত
নিঃসঙ্গ আশাহীন মানুষ, আমরা জলধ্যান পূজো আরম্ভ করেছিলাম
প্রণয়ের নিরাশা, আমরা রত্নভরা পৃথিবীতে ছিলাম
শোকার্ত অধিদেব, ঝাপসা মিনার ভ্রান্তির ঘোরে প্রতিধ্বনি নিয়ে বেড়িয়েছিল
আমি দীপ্যমান হলাম। উপহাস স্মরণ করল প্রত্যাখ্যান সংগীত
ভ্রান্তি দুর্গমতার আভাস আনল, যেন বেশবাস আমাকে উপহার দেবে
অনুসন্ধিৎসু প্রকৃতি, আমি শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহ পাঠ করি,গৈরেয় পবিত্রভূমির দিকে
তাকাই ; দীর্ঘ সময় ধরে সমস্ত শৌখিন মুক্তির উপায়সমূহ দেখি
পাথরের পিণ্ডাকৃতি মন্দির, অতিসুন্দর সপ্তমণির সচেতনতা, বিস্ময়-বৃদ্ধের মূর্তি
কিছু বলতে শেখাও, শব্দ দিয়ে শৈশব দেখতে শেখাও। আমি বীর নয়
জীবন্ত সমুদ্র-বালু ও সুমধুর কণ্ঠ আমার শরীরে কি অনুসন্ধান করছে।
জাগতিক মুক্তি : কে অদৃশ্য রূপসী ?
কে নদীর ভ্রষ্টতার মতো সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা অগ্রাহ্য করে !
কে বালু ও মানুষের হাড় অপসৃয়মান মুহূর্তগুলিতে বসায় ?
কেন অদৃশ্য ভবিষ্যতের দেবদূতেরা অবিশ্বাসী কবিদের দ্বারা সমর্থিত হয়।
আমি শান্ত উদাসীন ভাব বজায় রাখতে চাই তোমার কাছে
অনেককাল পরে তুমি আমাকে একটি সম্পূর্ণ মানুষের শরীর উপহার দিলে
তার কণ্ঠস্বর...। সার্থক সূর্যরশ্মি তাকে তিতির পাখি হয়ে দেখল
তোমার অগ্নিদগ্ধ যুক্তিকটি এবার পূর্ণ এবং তোমার মহার্ঘ চুলগুলি
তুমি এখনও নানারঙের অস্থি দেখতে শিখলে না
(তোমার স্বাভাবিক বোধও সব ধুলো হয়ে রইল)
আমি অপবিত্র, হয়তো বা অসম্মানিত ; না,